

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৩ মার্চ ২০২২ (বুধবার)

[সময়কাল: ২৩.০৩.২০২২-২৭.০৩.২০২২]



ডিসক্রেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগর এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে মায়ানমার উপকূল (পাথেইন এর নিকটে) অতিক্রম করে। এরপর এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে আরো অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপ আকারে আজ (২৩ মার্চ ২০২২) সকাল ০৬ টায় উপকূলীয় মায়ানমার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছিল (অক্ষাংশ ১৯.০° উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৯৪.৫° পূর্ব)। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

রাঙামাটি ও রাজশাহী জেলাসহ সিলেট বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

বোরো ধান:

- সেচ দিন এবং জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের আক্রমণ হলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করুন। রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জমিতে পানি ধরে রাখুন ও সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন।
- ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রেখে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৮ গ্রাম ট্রুপার অথবা ৬ গ্রাম নেটিভো অথবা ট্রাইসাইক্লোজল/স্ট্রবিন গুপের ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে বিকেলে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।
- মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন, আলোকফাঁদ ব্যবহার করুন, আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনশাক ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন ও জমিতে পার্চিং করুন। ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন। শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেভিন ৮৫ এসপি, ডার্সবান ২০ ইসি অথবা মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি এর যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- ত্রিপস পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমণ বেশি হলে হেক্সপ্রপতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।

গম:

- সকালে বা পড়ন্ত বিকেলে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।

সরিষা:

- ৮০% ফসল পরিপক্ব হলে শূকনো আবহাওয়ায় সংগ্রহ করে ফেলুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব্য। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেল্লোকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রোনিল বা ডাইমেথয়েট ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে স্প্রে করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে।
- আমের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষণ পোকা (হপার) এবং এনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মুকুল আসার সময় আক্রমণ হলে ফুল ঝরে যায়। দমনের জন্য মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে প্রতি লিটার পানিতে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ/ফেনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি ১ মিলি এবং টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে একবার এবং তার একমাস পর আরেকবার গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্ফোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিসি) গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘর খোলামেলা রাখুন। রাত বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাপড় বা চটের পর্দা দিন।
- মশা মাছি তাড়ানোর জন্য ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্রে রেখে কয়েল ব্যবহার করুন।
- গবাদি পশুকে প্রচুর পরিষ্কার পানি পান করান।
- গবাদি পশুকে কাঁচা ঘাস খাওয়ান।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- মশা মাছি তাড়ানোর জন্য ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্রে রেখে কয়েল ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর ঘর পরিষ্কার রাখুন।

মংস্য:

- শীত শেষ গরম শুরু। এখনই মাছ ছাড়ার উপযুক্ত সময়। পুকুর প্রস্তুতি শুরু করুন।
- দ্রুত খালি জলাশয়ে চুন, সার দিয়ে মাছ ছাড়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
- প্রজাতি ও সংখ্যা হিসাব করে মাছ ছাড়ুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২৩ মার্চ ২০২২, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২২ মার্চ ২০২২ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৩ মার্চ ২০২২ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৫.১	২৪.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৬.৭	২৩.৩
	টাঙ্গাইল	০০	৩৪.০	২৩.৮		ঈশ্বরদী	০০	৩৫.৩	২৩.৩
	ফরিদপুর	০০	৩৪.৮	২২.৫		বগুড়া	০০	৩৩.৩	২৪.৬
	মাদারীপুর	০০	৩৩.৯	২২.০		বদলগাছী	০০	৩২.৪	২৩.৫
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৪.০	২৩.৫		ভাড়াশ	০০	৩২.৭	২৩.৪
	নিকলি	০০	৩৫.০	২০.০		রংপুর	রংপুর	০০	৩২.৮
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩২.৬	২৩.০	দিনাজপুর		০০	৩৩.২	২৪.৩
	নেত্রকোনা	০০	৩২.৪	২২.৪	সৈয়দপুর		০০	৩৩.০	২৩.৯
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩০.৮	২২.৪	তেঁতুলিয়া		০০	৩০.৯	২১.৬
	সন্দ্বীপ	০০	৩৩.৭	২২.০	ডিমলা	০০	৩১.৭	২৩.৫	
	সীতাকুন্ড	০০	৩৩.৮	১৯.৮	রাজারহাট	০০	৩৩.২	২২.৫	
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৬.৩	২১.৮	খুলনা	খুলনা	০০	৩৪.২	২৪.৫
	কুমিল্লা	০০	৩৩.৮	২০.৬		মংলা	০০	৩৪.৬	২৩.৮
	চাঁদপুর	০০	৩৩.৫	২৩.০		সাতক্ষীরা	০০	৩৩.৬	২৪.৫
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৪.০	২২.৬		যশোর	০০	৩৪.৬	২৩.৬
	ফেনী	০০	৩৫.০	২১.৪		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩৪.৫	২৩.৬
	হাতিয়া	০০	৩১.২	১৯.৮		কুমারখালী	০০	৩৫.০	২৫.০
	কক্সবাজার	০০	৩২.৫	২৪.৪	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৪.০	২৩.০
কুতুবদিয়া	০০	৩০.৫	২৬.২	পটুয়াখালী		০০	৩৪.৫	২৩.৪	
টেকনাফ	০০	৩২.২	২৪.৫	খেপুপাড়া		০০	৩৩.৪	২৩.২	
সিলেট	সিলেট	০০	৩৬.৯	২২.৮		ভোলা	০০	৩৩.২	২২.৪
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৬.৩	১৯.৫					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৮.৭০ ঘন্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৪.১০ মিঃ মিঃ ছিল।

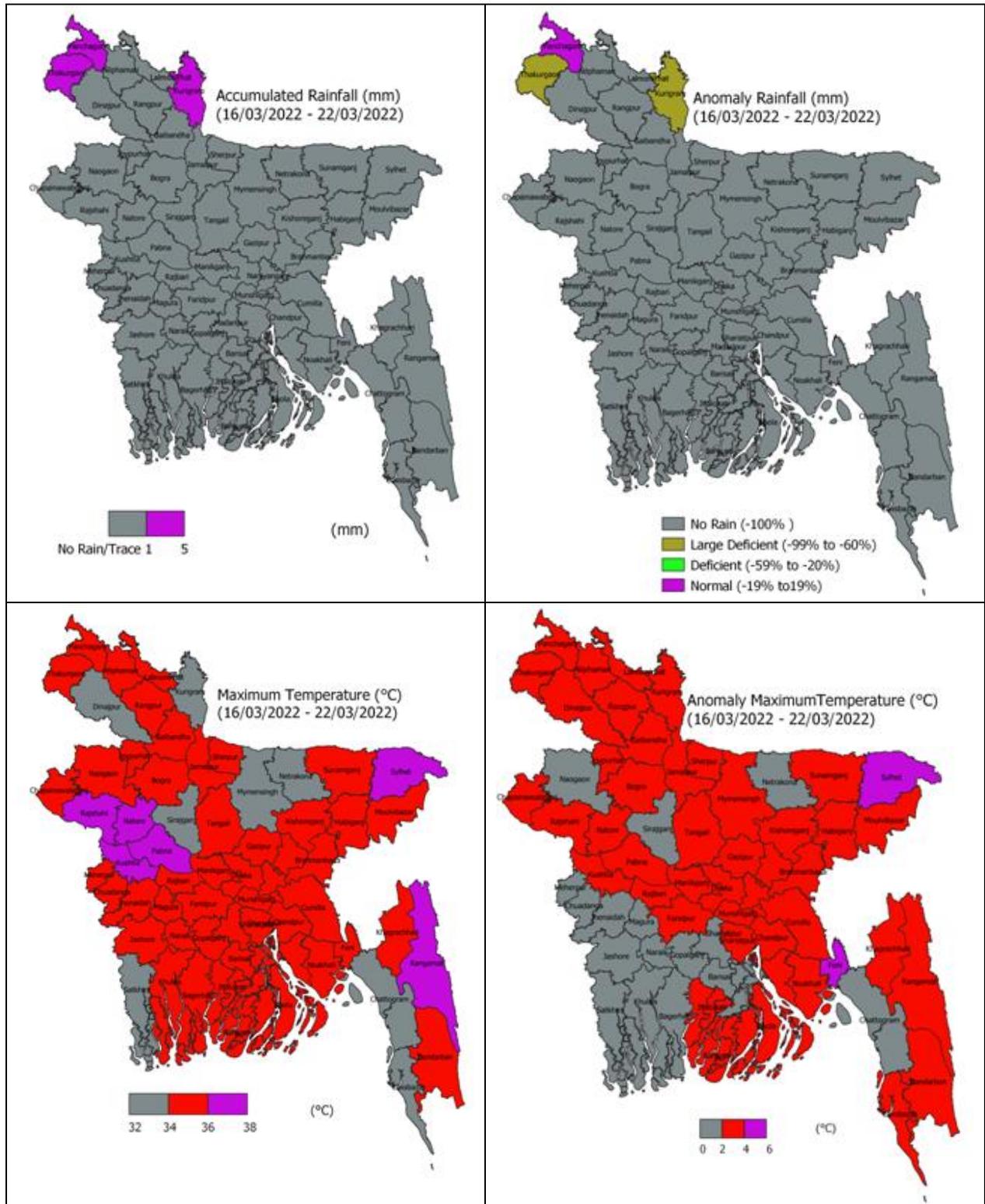
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

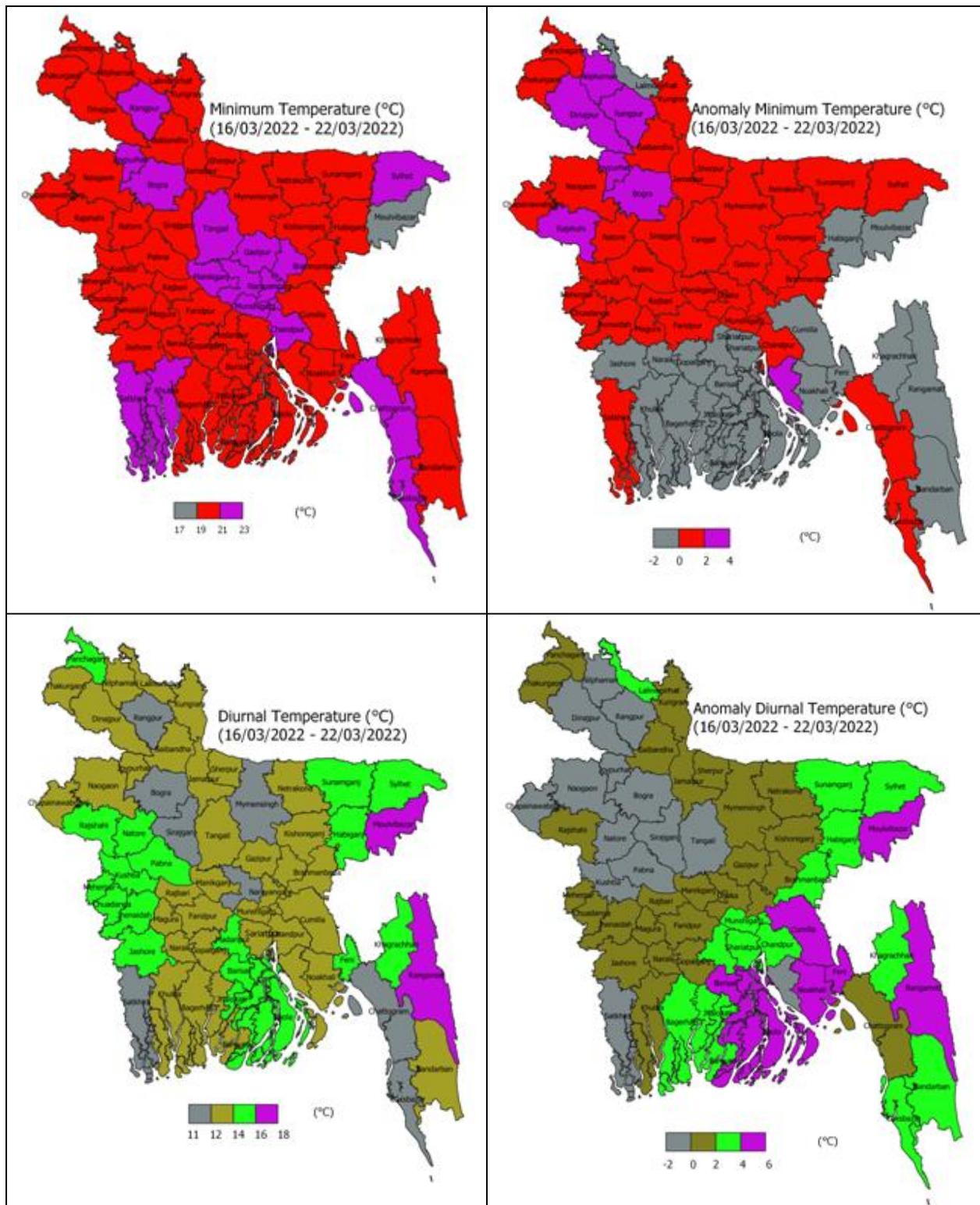
পূর্বাভাসঃ ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া গুরু থাকতে পারে।

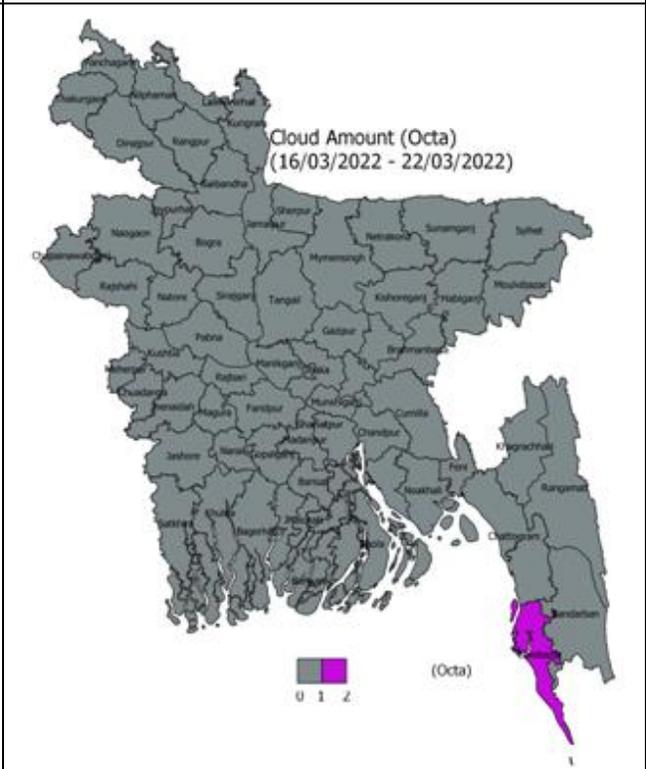
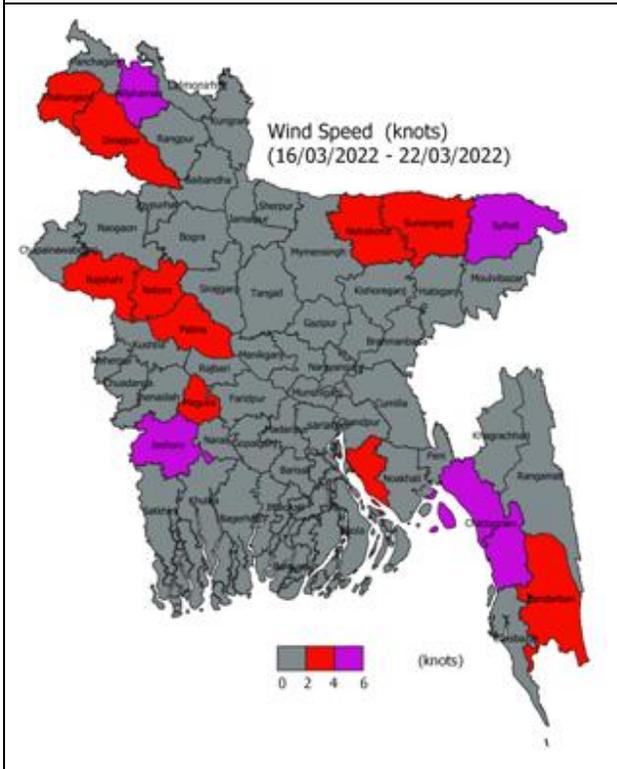
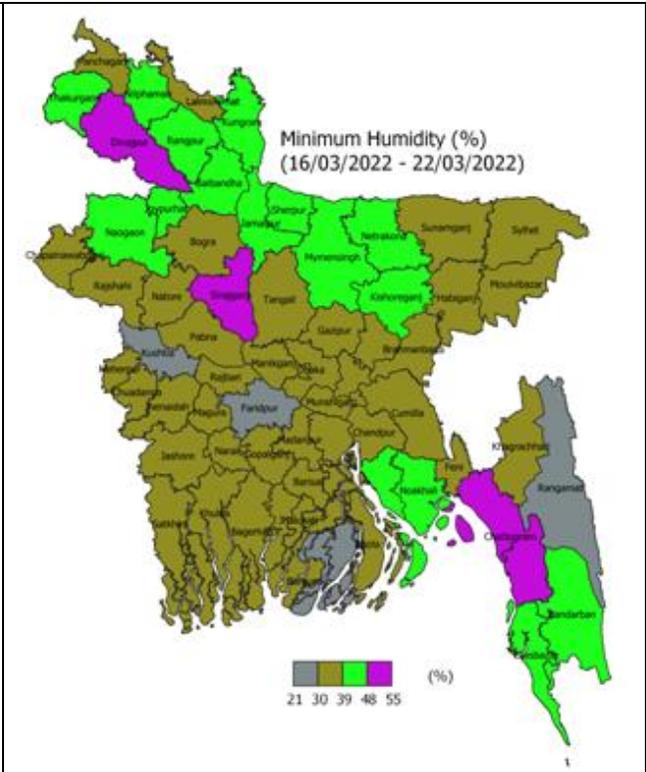
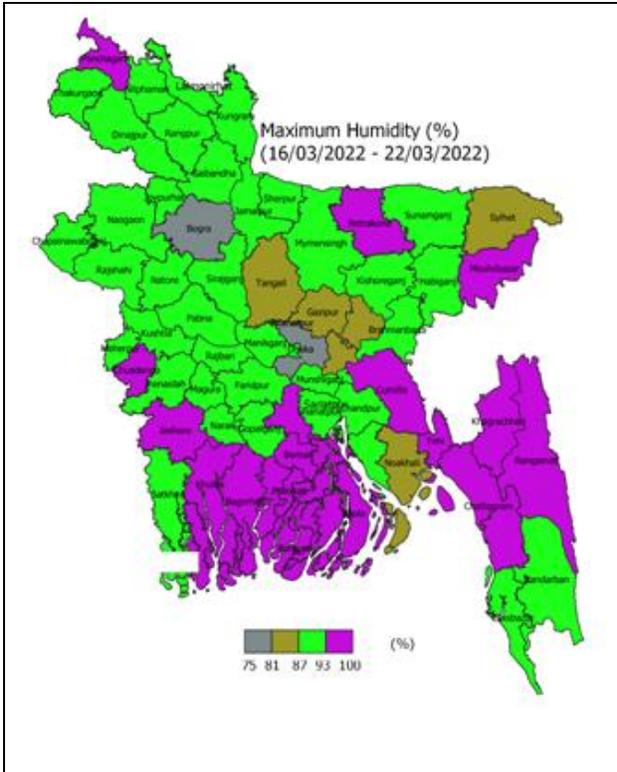
তাপপ্রবাহঃ রাঙ্গামাটি ও রাজশাহী জেলাসহ সিলেট বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২২ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

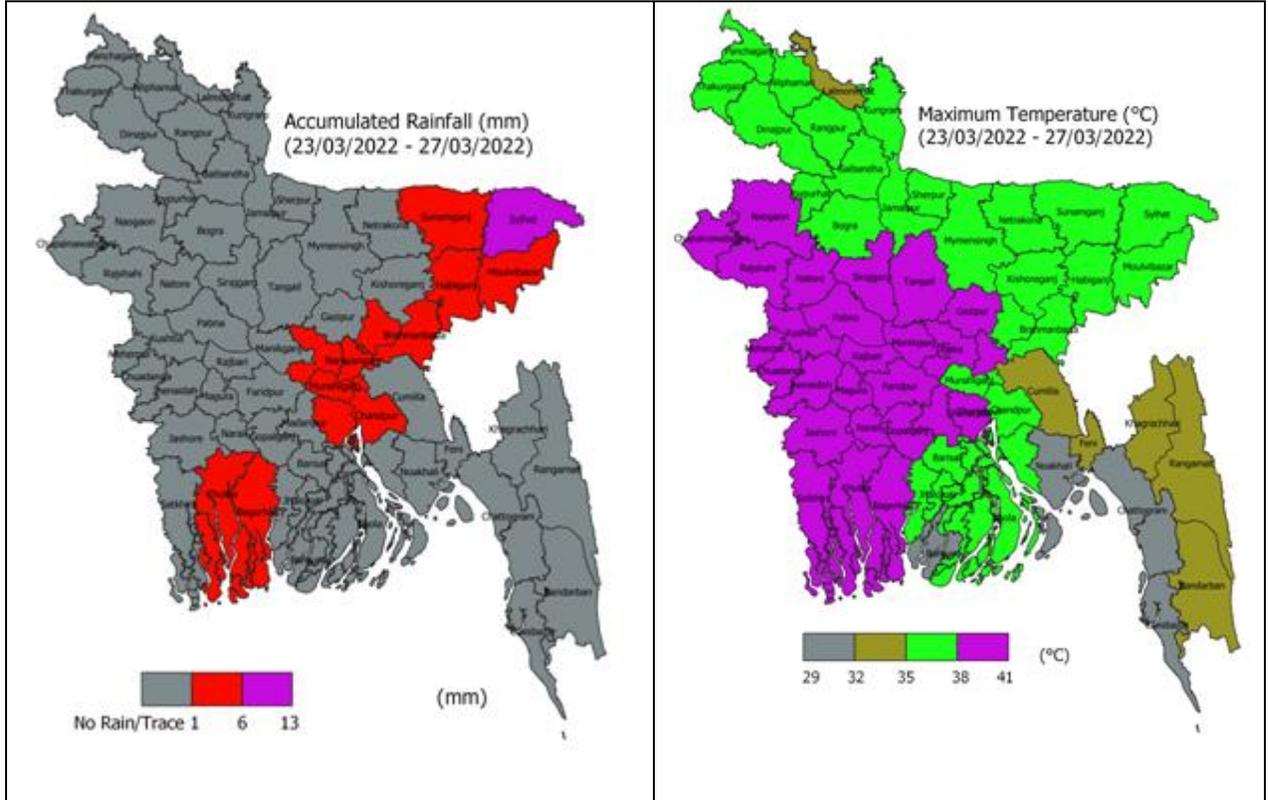
আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/০৩/২০২২ হতে ৩১/০৩/২০২২ তারিখ পর্যন্ত:

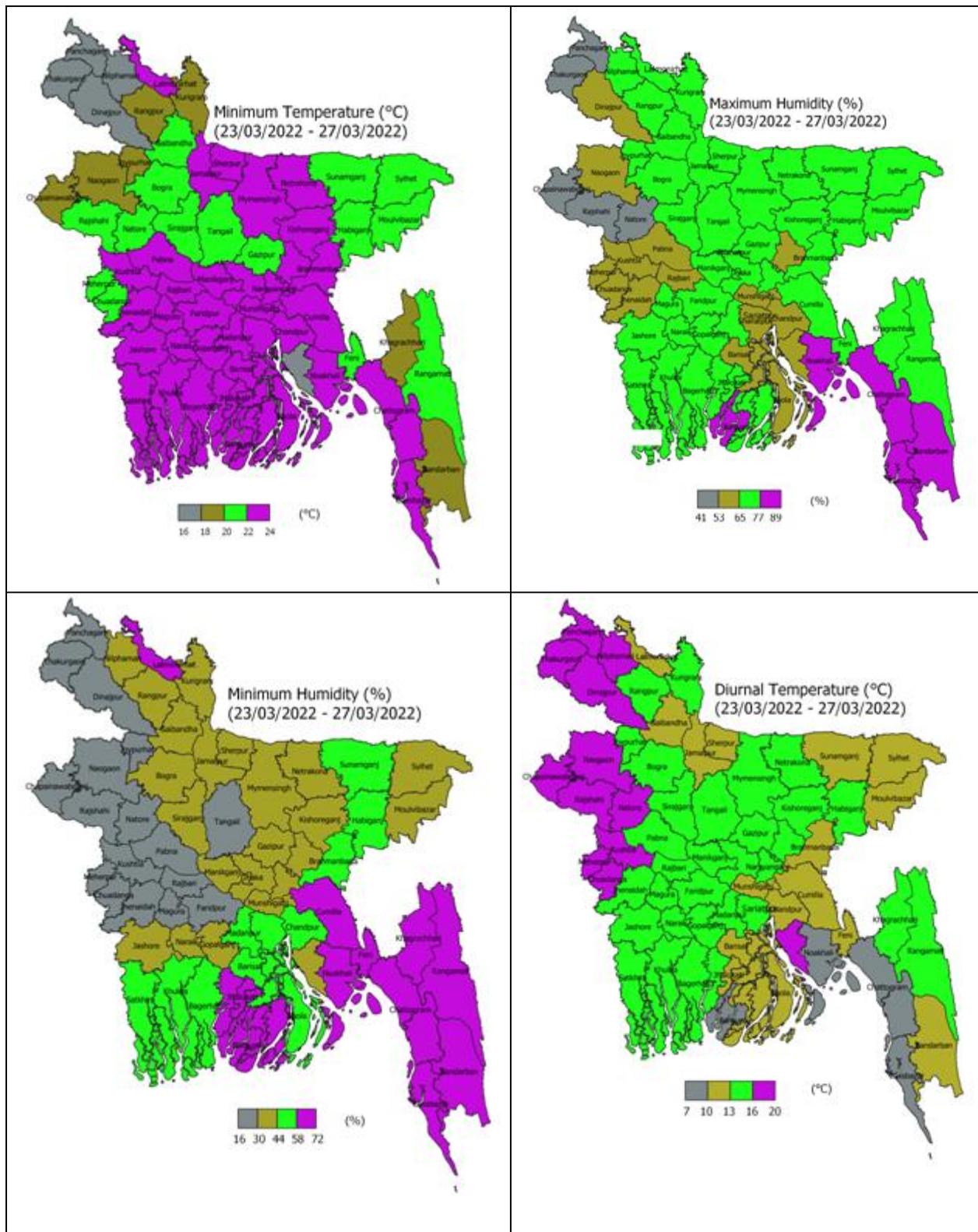
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৮.০০ থেকে ৯.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।

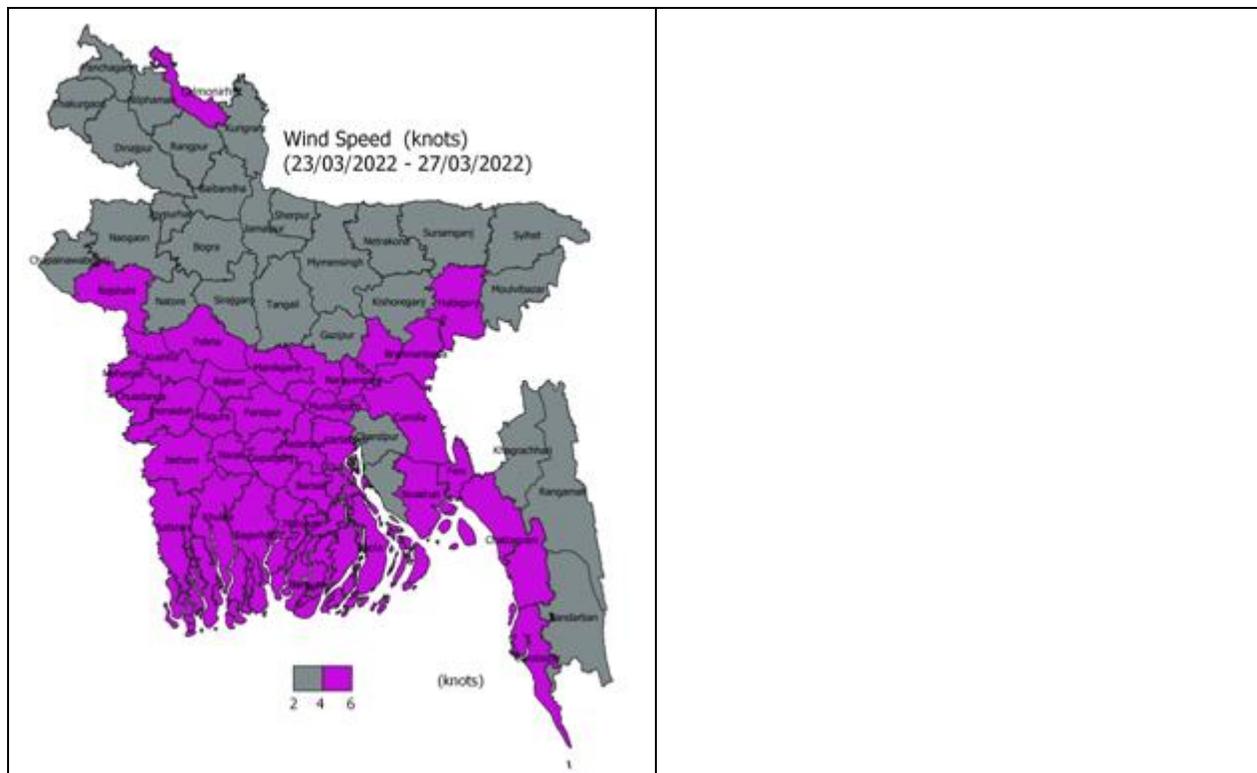
এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০মি.মি. থেকে ৪০০মি.মি. থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে দেশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু স্থানে এবং ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা ও ঝড়োহাওয়াসহ হালকা (০৪-১০ মি.মি./দিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি.মি./দিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহবৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি ও সিলেট বিভাগে মাঝারি (২৩-৪৩ মি.মি./দিন) ধরনের ভারী থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি./দিন) বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। সারাদেশের রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৩ মার্চ হতে ২৭ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)





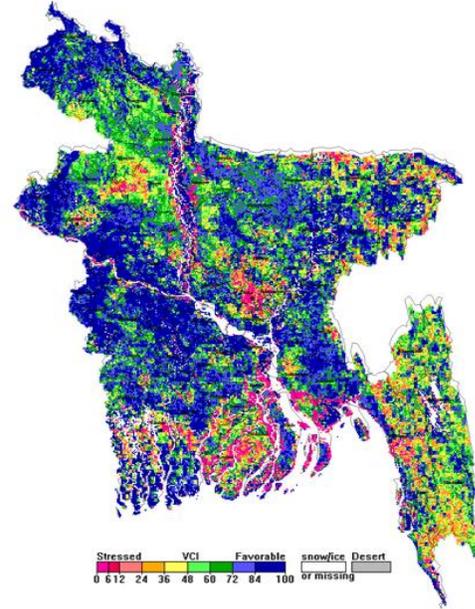


বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

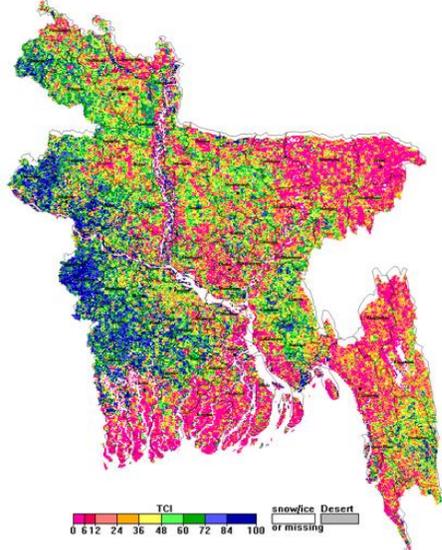
NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh



NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh



NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh



NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh

